



36532 - কেরবানরি গশেত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু বণ্টন করতে হবে?

প্রশ্ন

আমরা কেরবানরি গশেত ক'করব? আমরা ক'গশেতকে তনিভাগ করব; নাকি চার ভাগ করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেরবানকারী কেরবানরি গশেত নজি থেতে পারনে, হাদিয়া দতি পারনে এবং সদকা করতে পারনে। দললি হচ্ছ আলাহু বাণী: “অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ অভাবীকে আহার করাও” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৮] আলাহু আরও বলেন: “তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও এমন দরদিরকে যে ভিক্ষা করে এবং এমন দরদিরকে যে ভিক্ষা করে না। এভাবে আমরা সগেলোককে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৬] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করে রাখ” [সহহি বুখারী] হাদিসে ‘খাওয়াও’ কথাটি ধনীদরকে হাদিয়া দয়া এবং দরদিরদেরকে দান করাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা খাও, সংরক্ষণ করে রাখ এবং দান কর” [সহহি মুসলিম]

কেরবানরি গশেত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু হাদিয়া দেওয়া হবে এবং কতটুকু সদকা করা হবে এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া এবং এক তৃতীয়াংশ সদকা করা। যে অংশটুকু খাওয়া জায়গে সে অংশটুকু সংরক্ষণ করে রাখাও জায়গে; এমন কিস্টো দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হলেও যতদিন পর্যন্ত রাখলে এটি খাওয়া ক্ষতকির পর্যায়ে পৌঁছবে না। কিন্তু যদি দুর্ভিক্ষে বছর হয় তাহলে তনিনিনে বশে সংরক্ষণ করা জায়গে নয়। দললি হচ্ছ সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) এর হাদিস তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের যে মধ্যে ব্যক্তি কেরবান করছে তৃতীয় রাত্রির পরে ভোর বেলায় তার ঘরে যেনে এর কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে”। পরে বছর সাহাবায়েরোম জিজ্ঞেসে করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ক'গত বছরে মত করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তোমরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর। ঐ বছর মানুষ কষ্টে ছিল। তাই আমি চিয়েছি তোমরা তাদেরকে সহযোগিতা কর” [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলিম]



ওয়াজবি কেরবানি হোক কথিবা নফল কেরবানি হোক; গশেত খাওয়া কথিবা হাদিয়া দেয়ার হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অনুরূপভাবে কোন জীবতি ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেরবানি করা হোক কথিবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেরবানি করা হোক কথিবা কোন ওসয়িতরে প্রক্ষেপিতে কেরবানি করা হোক এ বধিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা ওসয়িত-পূরণকারী ব্যক্তি ওসয়িতকারীর স্থলাভিষিক্ত হন। ওসয়িতকারী খতে পারনে, হাদিয়া দিতে পারনে এবং সদকা করতে পারনে। কেননা এটাই তো মানুষের মাঝে প্রথাগতভাবে প্রচলতি। আর যটো প্রথাগতভাবে প্রচলতি সটো শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করার সমতুল্য।

প্রতিনিধিকে যদি তার নিয়োগকর্তা খাওয়া, হাদিয়া দেওয়া ও সদকা করার অনুমতি দেন কথিবা বিশেষ কারণ বা প্রথা অনুমতি দয়াকে নরিদশে করে তাহলে তিনি সটো করতে পারনে। নচেৎ তিনি নিয়োগকর্তাকে হস্তান্তর করবেন। নিয়োগকর্তা নজি বণ্টনের দায়িত্ব পালন করবেন।

কেরবানির পশুর গশেত, চামড়া ইত্যাদি কোন কিছুই বক্রি করা হারাম। কসাইকে তার পারশ্রমিকি কথিবা পারশ্রমিকিরে অংশ বিশেষে কেরবানির পশুর গশেত থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা এটা বচো-বক্রিরি অধিকৃত।

আর যাকে কেরবানির পশুর হাদিয়া দেওয়া হল কথিবা সদকা দেওয়া হল তিনি এ গশেত বক্রি করা কথিবা অন্য যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন। তবে, তাকে যদি হাদিয়া দিয়েছেন কথিবা সদকা দিয়েছেন তার কাছ থেকে বক্রি করতে পারবেন না।